134

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৩ .....

মাধ্যমিক শিক্ষকগণ কবে প্রাপ্য মর্যাদা পাবেন?

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে সরকারী মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, পিটিআই-এর ইন্সট্রাকটর এবং থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদ তিনটি একই বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত এবং পদ তিনটি পরস্পর বদলিযোগ্য ছিল। কিন্তু স্বৈরশাসন আমলে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই পরস্পর বদলিযোগ্য এবং একই স্কেলভুক্ত পদ তিনটির মধ্যে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকগণকে বাদ দিয়ে অপর দুটো পদকে প্রথম শ্রেণীর গেজেটে ঘোষণা করে। এভাবে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকগণকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা হয়। ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকগণ গভীরভাবে হতাশাগ্রস্ত।

১৯৯২ সালে পিটিআই-এর ইন্সট্রাকটর এবং সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের নিয়োগপত্র ছাড়া হয়। ঐ সময় পদ দুটো একই স্কেলভুক্ত থাকায়, আমাদের অনেকেই দুটো পদেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষারভিত্তিতে নিয়োগপত্র পাওয়ার পর শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকর্ষণের কারণে ইনস্ট্রাকটর পদে যোদ দান না করে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। এর কিছু দিন পর পিটিআই-এর ইনস্ট্রাকটার পদটিকে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড ঘোষণা করা হলে ঐ সব সহকারী শিক্ষক চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

সরকার পরবর্তী সময়ে উচ্চমান সহকারীর পদমর্যাদা সম্পন্ন সাব-রেজিস্টার এবং মাধ্যমিক পাস ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারগণকে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান করলেও শিক্ষকদের প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদানের ব্যাপারে সরকারের অনীহা পরিলক্ষিত হয়।

বিগত সরকারের আমলে শিক্ষকগণকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ব্যারিষ্টার সালাম তালুকদার শিক্ষকদের বিভিন্ন সমাবেশে মাধ্যমিক শিক্ষকগণকে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করেন। এমনকি ১৯৯৫ সালে দৈনিক ভোরের কাগজে "সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকগণ প্রথম শ্রেণীর পদ মর্যাদা পাচ্ছেন"– বলে একটি সংবাদও প্রকাশিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষকগণের সাথে এ ধরনের প্রতারণার অর্থ কি? উদ্দেশ্যই বা কি?

বর্তমান সময়ে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের প্রায় সবাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রীধারী এবং অনেকের শিক্ষা জীবনের সর্বত্র প্রথম শ্রেণী/বিভাগ রয়েছে।

এ অবস্থায় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা এবং কাজের ব্যাপকতা বিবেচনা করে অনতিবিলম্বে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদানের জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সদয় সৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রণব কুমার দেব
সহকারী শিক্ষক
হাতিয়া শহর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
হাতিয়া, নোয়াখালী।